“বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আজীবন সন্মাননা পুরষ্কার ২০১৭”

মুলঃ বিডিআই নির্বাহী কমিটি
অনুবাদঃ ডঃ সুকমল মোদক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্বাধীন ও স্বনির্ভর স্কলারদের একটি নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ বেসরকারী গবেষণা ও উন্নয়ন-সমর্থন গ্রুপ “বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ” (বিডিআই বা বাংলাদেশ উন্নয়ন উদ্যোগ) সানন্দে ঘোষণা করছে যে ২০১৭ বিডিআই লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (“বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আজীবন সন্মাননা পুরষ্কার ২০১৭”) এর জন্য বুয়েটের পুরকৌশলের প্রাক্তন প্রফেসর এবং এশিয়া-প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরীকে মনোনিত করা হয়েছে।

২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই পুরস্কারটিকে সেইসব অসামান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত করার মানসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে “যাঁরা তাঁদের পান্ডিত্য দ্বারা, নীতিমালা প্রনয়ণের মাধ্যমে বা নাগরিকঘনিষ্ট কর্মজীবনের মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলি বোঝার জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বা চ্যালেঞ্জগুলি উত্তরণের জন্য বাংলাদেশের উন্নয়নের আদর্শ পথের সন্ধান দিয়েছেন যা বাংলাদেশের উন্নয়ন ঘটিয়েছে বা বাংলাদেশের নাগরিকদের জীবনের মান উন্নত করেছে।” এই পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে বিডিআই নির্বাহী কমিটি খ্যাতিমান ও সৎ সেইসব পণ্ডিত ব্যক্তিকে কিংবা প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের অবদানের জন্যে সম্মান জানাতে চায় যাঁদের কাজ বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণের জন্য অন্যদের নতুন ধারণার বিকাশে প্রেরণা যুগিয়েছে অথবা সেইসব ধারণা বাস্তবায়নে সহায়তা করেছে।

একজন শিক্ষক, প্রকৌশলী, গবেষক, বিজ্ঞানী, এবং জনসম্পৃক্ত-বুদ্ধিজীবী হিসাবে অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের বিশাল সময় বাংলাদেশের নাগরিকদের কল্যাণে অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। আজন্ম জ্ঞানের সাধক তিনি জ্ঞানার্জন, অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ, জ্ঞান-বিতরণ, ও জ্ঞান-বর্ধনের সাধনায় নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ সরকারকে উপদেশ দিয়ে, জার্নাল প্রকাশনার মাধ্যমে, এবং বিভিন্ন সভা-সেমিনারে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণার উপস্থাপনার মাধ্যমে নিজেকে নিয়োজিত রেখে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ধারায় অবদান রেখেছেন। তাঁর কর্মময় জীবন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, দারিদ্র বিমোচনে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বিশেষ অবদান রেখেছে।

অধ্যাপক চৌধুরী ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, ঢাকার নবাবপুর সরকারী হাই স্কুল, ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি'স হাই স্কুল ও ঢাকা কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে পুরকৌশলে বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথমস্থান অধিকার করে সম্মানসহ বি.এসসি. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ এম.এসসি. এবং ১৯৬৮ সালে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর পিএইচডি এর গবেষণার বিষয় ছিলো "শিয়ারওয়াল এন্ড স্ট্রাকচারাল অ্যানাল্যসিস অফ হাই-রাইজ বিল্ডিং"। এই গবেষণায় শিয়ারওয়াল-শিয়ারওয়াল ইন্টার‍্যাকশনের উপড় এক যুগান্তকারী, সহজ কিন্তু নির্ভরযোগ্য সমাধান বের করেন। তিনি ১৯৭৪ সালে কমনওয়েলথ একাডেমিক স্টাফ ফেলোশিপ লাভ করেন এবং একবছর যুক্তরাজ্যের সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভিজিটিং সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁকে ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং খেতাবে ভূষিত করা হয়। বাংলাদেশী হিসাবে তিনিই কোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম এ বিরল সম্মান অর্জন করেন।

ডঃ চৌধুরী ১৯৬৩ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ তাঁর ডিস্টিংগুয়িশড একাডেমিক কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৭৬ সালে পুরকৌশলের প্রফেসর পদে উন্নীত হন। তিনি বুয়েটে বিভাগের প্রধান (১৯৭৮-১৯৭৯, ১৯৮১-১৯৮৩), অনুষদের ডীন (১৯৮৩-১৯৮৫), কম্পিউটার সেন্টারের পরিচালক (১৯৮২-১৯৯২) সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে (২০০১-২০১০) দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২ সাল থেকে তিনি এশিয়া প্যাসিফিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

একজন পণ্ডিতব্যক্তি হিসাবে অধ্যাপক চৌধুরী সুউচ্চ ভবন, কম খরচে গৃহনির্মাণ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধী ভবন নির্মাণ, নড়বড়ে কাঠামোর পুনশক্তিয়ায়ন (রিট্রোফিটিং), তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ এবং তথ্যপ্রযুক্তির নীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে ও কনফারেন্সে সত্তরোর্ধ গবেষণাপত্র লেখেন। ১৯৬৭ সালে আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউট (ACI) এর প্রোসিডিংস এর এক সংখ্যায় (Vol 62, No 2) তিনি এবং তাঁর সহ-লেখক এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। ঐ গবেষণার বিষয় ছিলো ভবনের সাপোর্ট হিসাবে যুথবদ্ধ-দেয়াল (Coupled Shear-wall) এর উপর ভূমিকম্প বা ঝড়োবাতাসের ফলে উদ্ভূত বল-প্রয়োগের কারণে যে স্ট্রেস (Stress) আর বিকৃতি (Deformation) ঘটে তার বিশ্লেষণের এক সহজতর পদ্ধতির উদ্ভাবন। অতি উঁচুভবন নির্মানে যুথবদ্ধ-দেয়ালের উচ্চ-শক্তিমত্তার বিশেষ প্রয়োজন। তাই এই পদ্ধতি স্ট্রাকচারাল প্রকৌশলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের এই পদ্ধতি বিশ্বজুড়ে বড় বড় ভবনগুলির নির্মাণকে প্রভাবিত করেছে। "কাউল এবং চৌধুরী পদ্ধতি" নামে খ্যাত এই পদ্ধতি এই বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

অধ্যাপক চৌধুরী সিভিল ও স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তাঁর একাডেমিক দক্ষতার বাইরেও তাঁর এ বিশেষায়িত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দারুণ অবদান রেখেছেন। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন সুউচ্চ ভবন নির্মাণ, ট্রান্সমিশন টাওয়ার নির্মাণ, বিমান হ্যাঙ্গার নির্মাণ, স্টেডিয়াম, বন্দর ও জেটি নির্মাণ, পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের কম্পিউটারাইজেশন সংক্রান্ত প্রকল্পগুলিতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিশেষজ্ঞ পরামর্শক হিসেবে কাজ করেছেন। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের অংশ হিসাবে তিনি বঙ্গবন্ধু (যমুনা) সেতুর সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এবং ওইসিএফ (OECF) জাপানকে পরামর্শ দেন। বর্তমানে তিনি পদ্মা সেতুর জন্য আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্যানেলের কর্ণধার হিসাবে কাজ করছেন। তিনি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সাইক্লোন শেল্টারের জন্য মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করেন এবং বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী সাইক্লোন শেল্টার প্রকল্পের জন্য দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অসংখ্য পেশাদার সংস্থায় অধ্যাপক চৌধুরীর সংশ্লিষ্টতা প্রকৌশল ও উন্নয়নের বাস্তব ও প্রায়োগিক বিষয়গুলিতে তাঁর অগাধ আগ্রহ এবং অবদানকে প্রতিফলিত করে। তিনি ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (বাংলাদেশ) এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি এই ইনস্টিটিউশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (১৯৯২-৯৩)। তিনি চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার (ইউনাইটেড কিংডম) এবং তিনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (ইউকে) এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সেস এর ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ ভূমিকম্প সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি শিক্ষা স্বীকৃতি/আক্রিডেশন বোর্ডের (BAETE) এর চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলাদেশ শিল্পব্যাংক এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯৯৬-১৯৯৮) ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, চট্টগ্রাম (বর্তমানে CUET) এর গভর্নরস বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন

(১৯৯৭-২০০৪)। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ১৯৯৬ সালে তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা (মন্ত্রী) হিসাবে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

একজন বিদগ্ধ সক্রিয় উন্নয়ন-কর্মী হিসেবে তিনি নানা ভূমিকায় অবদান রেখে চলেছেন। তিনি সফ্টওয়্যার ও ডেটা প্রসেসিং সার্ভিসেস (১৯৯৭) এর কমিটি, বাংলাদেশ এর জন্য তথ্যনীতি প্রণয়ন কমিটি (১৯৯৯ ও ২০০৮), উচ্চশিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এর কমিটি (২০০৫), ফটোগ্রাফসহ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন কমিটি (২০০৭) এর আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি টাস্ক ফোর্স (২০০১-০৯) এর সদস্য হিসাবে কাজ করেন। তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (BAPA বা বাপা) এর একজন উদ্যোক্তা। বাপা হলো বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সিভিল সোসাইটি আন্দোলন। বাপা বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন BEN) এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বাপা'র প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রযুক্তি ও উন্নয়নের সাথে জড়িত প্রকৌশল সমস্যা সমাধানে তাঁর নেতৃত্বের জন্য অধ্যাপক চৌধুরী রোটারী ক্লাব ফাউন্ডেশন থেকে বিজ্ঞান, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুরস্কার (২০০০), আইইবি গোল্ড মেডেল (১৯৯৮, ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ), শিক্ষাদান ও গবেষণার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ডঃ এমএ রশীদ স্বর্ণপদক (১৯৯৭), বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য লায়ন্স আন্তর্জাতিক গোল্ড মেডেল (২০০১), বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে অবদান রাখার জন্য মার্কেন্টাইল ব্যাংক পুরস্কার (২০০১), বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি স্বর্ণপদক (২০০৫), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর সফটওয়্যার এবং আইটি সার্ভিসেস থেকে আইসিটি চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার (২০০৯), সরোজিনী নাইডু পদক, শেলটেক পুরস্কার (২০১১), কাজী আজহার আলী ফাউন্ডেশন স্বর্ণপদক (২০১১), আহসানউল্লাহ গোল্ড মেডেল, ডঃ মোঃ ইব্রাহিম গোল্ড মেডেল, দীর্ঘস্থায়ী অবদানের জন্য জাইকা (JICA) পুরস্কার, এবং বুয়েট-আনোয়ার গ্রুপ থেকে "সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং আইকন" পুরস্কার সহ অসংখ্য পুরষ্কার পেয়েছেন। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ সরকার অধ্যাপক চৌধুরীকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরষ্কার "একুশে পদক" প্রদান করে।

২০১৭ বিডিআই লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড বিডিআই এর পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে/কনফারেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপিত হবে। পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলন/কনফারেন্স ২০১৯ সালের প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। পুরস্কার-প্রাপক হিসেবে অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর পছন্দমত বিষয়ে একটি বক্তৃতা উপস্থাপন করার সুযোগ পাবেন।

বিডিআই সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে বিডিআই ওয়েবসাইটে (*www.bdiusa.org*) যান অথবা বিডিআই প্রেসিডেন্ট ডঃ মুনির কুদ্দুস এর সাথে ইমেইলে (*muquddus@pvamu.edu*) যোগাযোগ করুন।

(এই লেখাটা "বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ আজীবন সম্মাননা পুরষ্কার ২০১৭" সংক্রান্ত বিডিয়াই এর জুলাই ২০, ২০১৭ তারিখের প্রেস রিলিজ এর ভাবানুবাদ। কৃতজ্ঞতাঃ ভজন সরকারকে সম্পাদনায় সহায়তার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ।)

বিডিআই মূল পোস্ট: https://www.bdiusa.org/bdi-lifetime-achievement-award-2017